মানস কুসুম।

শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীকালিদাস সেন দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৩।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

মানস কুসুম।

শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীকালিদাস সেন দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৮৩।

উপহার।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু
হরমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

কি গুণে জগতে যশ লভে বিল্বদল ?
আছে কি সৌরভ তার মানসমোহন ?
হরপদ পরশনে আদর কেবল
পায় সেই নরকুলে অমর মতন।
মহত-পরশে জানি নীচের আদর,
অরপিণু তব করে কুসুম নিকর।

কলিকাতা
১২৮৩ সাল

ভবদীয় একান্ত অনুগত
শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

মানস কুসুম প্রচারিত হইল। ইহাতে আমার অবকাশ-মতে বিরচিত কবিতাবলীর মধ্যে কয়েকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় এবম্বিধ কবিতার অভাব দূরে থাকুক, তাহাদের সংখ্যা গণনার অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মানস কুসুম প্রচারের কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না। কিন্তু কতিপয় কৃতবিদ্য সুহৃদের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আমাকে ঈদৃশ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। পাঠক-মণ্ডলীর মধ্যে যদি একজনও এই কুসুম নিকরের কোনটীর গন্ধে অণুমাত্র আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইলে আমি আমার সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক প্রসিদ্ধনামা এবং আমার পরমভক্তিভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সবিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি এই-রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম।

১২৮৩ সাল আশ্বিন

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।
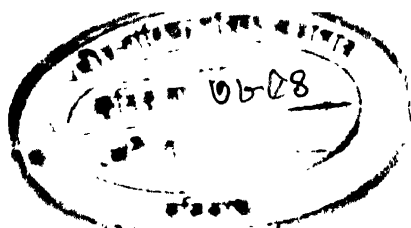
মানস কুসুম।

সিরাজ সমাধি।

প্রশান্ত, জাহ্নবীকূলে বিচিত্র নির্ম্মাণ,
ধবল ধবল-গিরি-শিখর-সমান,
অচল অচল প্রায়,   মগ্ন যেন ভাবনায়,
অই সে সমাধিগৃহ করিছে বিরাজ,
নিহিত উহারি গর্ভে নবাব সিরাজ।

ঝিল্লীগণ ! ডাকি কেন বাড়াও জঞ্জাল,
জাগে পাছে শুনি-রব কালান্তের কাল,
জাননা বঙ্গের পতি,   সিরাজ পামর মতি,
নিদ্রিত রয়েছে অই সমাধি অন্তরে,
কাঁপিত সকলে যারে স্মরিয়া অন্তরে ?

ইন্দ্রিয় দাসত্বদাম পরেছিলে পদে,
তাই শেষে পড়েগেলে এঘোর বিপদে !
তুমি বঙ্গঅধীশ্বর,   তোমার বিপদে নর

আপামর সাধারণ করিত যতন ;
তা না করে তারা তব যাচিল নিধন ! !

সুধাধবলিত রম্য শয়ন—আলয়,
কোমল কমল সম শয্যা সুখময়,
উন্নত পালঙ্কোপরি, চামর করেতে ধরি,
ব্যজন করিত সদা মহিলামণ্ডলী ;
আজি কি সমাধিতলে সে সুখ সকলি ?

ভেবেছিলে বুঝি মনে অজর অমর
তাই অত পাপে রত আছিলে পামর ?
কিছার রে বঙ্গপতি ! সসাগরা ধরাপতি
তিনিও কালের বশ ভাব নাই মনে ?
ভাবিলে সহানুভূতি দেখাতে স্বজনে।

বিষম আদেশ তোর শুনিয়া ধরণী
কাঁপিত, মানবরক্ত ত্যজিত ধমনী ;
আহা কি অকাজ ঘোর ! কীটাণু ! পরশে তোর
কত শত মহিলার অমূল্য রতন
দূষিত হয়েছে পাপ ! কররে গণন।

গর্ভবাসে নবোদিত কুসুম—কোরক
কেমনে বসতি করে সুন্দর বালক

দেখিতে বাসনা করি, কৃপাণ স্বকরে ধরি,
দেখিতে বিদারি কত যুবতী—উদর !!
সেই পাপে এত তাপ পাইলি বর্ব্বর।

তীর্থস্নানে পাপভার মোচন কারণে
যাইত তরুণীদল তরী আরোহণে ;
কেমনে তটিনীজলে ডুবি লোক দলে দলে
ত্যজে প্রাণ, এই দৃশ্য করিতে দর্শন
করেছিস্ কততরী সলিলে মগন !

কোথা সে প্রভুত্ব আজি অনর্থের মূল,
কোথায় রহিল এবে বিভব বিপুল,
দাস, দাসী, সৈন্যরাজী, রথ, রথী, গজ, বাজী
রক্ষিতে পামর ! তোরে সকলি বিফল।
ভাগ্য লক্ষী-কার ভাগ্যে চির স্থির বল ?

তোর ভরে বসুন্ধরা করে টলমল,
বঙ্গলক্ষ্মী পাপে তোর হইল চঞ্চল ;
তাই না সে শ্বেতকান্তি, সাধিতে ধরার শান্তি,
চক্রান্তে পশিল আসি ক্লাইব সত্বর
তাই তোরে রাজলক্ষ্মী ত্যজিল পামর।

কটাক্ষেতে অন্তর্ভেদ করিল সুধীর,
অন্তর্ভেদে ত্রাণ পায় আছে কোন্‌বীর ?
পলকে সৈনিক দলে, পলাসির রণস্থলে,
চৌদিকে ঘেরিল হায় ! একাকী বালকে ;
ঘেরে যথা শত সিংহ কুরঙ্গ—শাবকে।

জাফরের পদে রাখি স্বীয় শিরস্ত্রাণ
সিরাজ ! কাঁদিছ মিছা, নাহি পরিত্রাণ।
পলাও সত্বরগতি, নাহি আর অব্যাহতি ;
সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী আজি হয়ে প্রতিকূল
চক্রান্তে পশেছে, তোরে করিতে নির্ম্মূল।

পলাইল প্রাণভয়ে আশ্রয়—আশায়।
নিষাদের শরাহত হরিণের প্রায়।
কিন্তু হায়! কোন্‌স্থানে, রহিবেক সংগোপনে,
শমন কিরাত যারে বধের আশয়
করেছে অব্যর্থ—লক্ষ্য, বধিবে নিশ্চয়।

হায় ! পাপী ! প্রাণভয়ে কাতর অন্তরে
লভিলে আশ্রয় যবে মূহূর্ত্তের তরে,
ভাবিলে জীবন নিধি, বাঁচাইয়া দিল বিধি,

পাইলে অনন্ত সুখ আপনার করে ;
ভাবিলে শমন চির ত্যজিল তোমারে।
কিন্তু হায় ! মিরণের উলঙ্গ-কৃপাণ
জ্বলিছে তোমার তরে দীপ্ত খরশান।
জানিতে সিরাজ ! যদি, সিরাজ—শোণিত নদী
বহিবে মিরণ-করে মুহূর্ত্তেক পরে
তা হলে কি স্বর্গ সুখ হইত অন্তরে ?
হায় এবে সমাহিত তরঙ্গিণী তীরে ;
দিনান্তে, উষার শেষে, রজনী গভীরে,
নদী পথে জনগণ, করি তরী আরোহণ,
গালি দেয় সমাধিরে করি দরশন ;
এই কি সিরাজ ! তোর অদৃষ্টে লিখন !
জানিতে না মৃত্যু হলে সিরাজ রাজন !
সিরাজ রাজের দম্ভ রবে না কখন ;
সে দম্ভ কোথায় হায় ! মিশে গেলে মৃত্তিকায়
আনে না রে ! তোর নাম মুখে কোন জন ;
রাজা হয়ে এই দশা অরে অভাজন ! !
হে সিরাজ ! এক মাত্র এই উপকার
পেয়েছে ধরণী বাসী করমে তোমার ;—

করিবেক যেই পাপ সহিবেক মনস্তাপ
এই দশা অবশেষে হইবে তাহার ;
এই উপকার তরে পরমেশে ভক্তি ভরে
ডাকিতেছি, তিনি তোর করুন উদ্ধার
পাপ মুক্ত আত্মা পূত হউক তোমার।

‘ রাধা কৃষ্ণ। ’

মায়ামুগ্ধ নরগণ ! সংসার ভিতরে
পরলোক ভূলি পাপ করিছ কেবল ;
মুক্তি আশা কর যদি নিশি দিন ধরে,
‘ রাধাকৃষ্ণ ’ ‘ রাধাকৃষ্ণ ’ ‘রাধাকৃষ্ণ ’ বল।

সুখ হীন শুক পাখী শৈশব সময়
পুষেছে মানবে মোরে পিঞ্জরে যতনে ;
শিখায়েছে দিবারাতি, মুকতি আশয়
‘ রাধাকৃষ্ণ ’ এই মধু ঢালিতে শ্রবণে।

শিখিয়া মধুর নাম, শয়নে, স্বপনে,
গাহিয়াছি কালাকালে, পিপাসা, ক্ষুধায় ;
তথাপি দেখিনু, যবে হৃদয় গগনে,
উদিল না ধর্ম্ম, কার নাশি- তমিশ্রায়।

তখনি পিঞ্জর ত্যজি, কৌশলের বলে,
ধরম প্রচার হেতু উড়েছি গগনে।
‘ অকৃতজ্ঞ শুক ’ যদি কভু কেহ বলে,
কিবা ভয় রাধাকৃষ্ণ যাহার বদনে।

রাধাকৃষ্ণ সুধা নাম মুকতি কারণ,
ভণ্ডজনে কলুষিত করিছে কেবল।
বনের বিহগ আমি, আমার মতন
মৌখিক বিভুর নামে হবে কিবা ফল !

ভাবে তারা যত পাপ করিছে ধরায়,
বিভু নাম নিলে মাত্র যাইবে সকল ;
মনসাধে পূর্ণ করে পাপ বাসনায়,
রসনায় বিভু নাম রাখি অবিরল।

বদনে বিভুর নাম পারে কি কখন
অসীম কলুষ রাশি করিতে বিনাশ ?
ঘুচে কভু অবনীর তম আবরণ,
উদয় অচলে রবি করিলে নিবাস ?

বাঞ্ছা যদি মুক্তিপদে, মিলায়ে অন্তরে,
অখিলকারণ নাম গাও নিরন্তর ;

ভকত বৎসল বিভু, ডাকিলে কাতরে
সকল কলুষ তব হইবে অন্তর।
হইবে বিভুর নামে পাপ বিমোচন,
ভাবিয়া যে পাপ করে আশাতৃপ্তিতরে.
সহস্র বিভুর নাম পারে না কখন,
বিনাশিতে পাপ তার চির দিন ধরে।

আমরা বিহগ জাতি, করি পাপ ভয়.
পাখী কি বিষণ্ণ চিত দেখেছ কখন ?
বিধাতার জীব পাখী, মানব নিচয় ;
বুদ্ধিমান নর! তাই পাপেতে মগন ! !

কর নর ! পাপ রাশি, করিছ যেমন,
জান ত বিভুর নামে যাইবে সকল ;
দিনান্তে যখন পার কর উপাসন ;
যাই আমি ' রধাকৃষ্ণ গাইব কেবল।

বলিয়া উড়িল পাখী সুনীল গগনে,
' রাধাকৃষ্ণ ' 'রাধাকৃষ্ণ ' বলে ঘন ঘন ,
শুনিয়া, পিঞ্জর দেখি, বিষণ্ণ বদনে,
পাখী হারা নর, মাত্র নিরখে গগন।

হেমন্ত-নলিনী।

হেমন্ত !

সুখের সংসারে যথা তীক্ষ্ণ কাল ফণী
করাল শমন, মৃদু পশিয়া ভবনে,
একে একে পিতা, মাতা, সোদর, ভগিনী
বিনাশিলে সকলেরে বিষম দংশনে,

সুকুমারী বালা, যেন কুসুম কলিকা
আলু থালু কেশ পাশ ধুলায় ধূসর,
বিষম শোকের তাপে বিচ্ছিন্নলতিকা,
বিজনে বসিয়া কাঁদে আকুল অন্তর ;
তেমতি অধীরা শোকে দিবা বিভাবরী
কে অই তোমার কোলে কাঁদিছে কুমারী !

যে আসন পরিহরি সোদর সুজন,
সোদরা, শুয়েছে সবে অন্তিম শয়নে,
কখন পড়িছে তাহে, করিছে শয়ন,
ছট্‌ফট্‌ করে কভু পশিয়া ভবনে।

তোমার ত তার দুঃখে ঝরে নেত্র জল
হেমন্ত ! তথাপি কেন দ্বিগুণ আগুনে

কোমল অন্তর তার দহে অবিরল ?
দিনে দিনে ক্ষীণা বালা মনের বেদনে।
শীতল নয়ন জল দহিছে হৃদয়
পশি কি অন্তরে তার হয়ে বিষময় ?

একি সেই কমলিনী ! সরসীশোভিনী !
শতশতদলে গাঁথা মৃণাল উপরে,
মুগ্ধ হয়ে মধু লোভে, ত্যজিয়া মেদিনী
গুণ গুণ রবে অলি গাইত সুস্বরে

ঘেরিয়া চৌদিকে যার, যার পরিমল
উল্লাসে অনিল লয়ে বিতরিত দূরে
কত শত জনে ; সদা সারস ধবল
তুষিত কতই রূপে তোষামোদ করে।
কমলিনি ! কালবশে হারায়ে সবায়
কাঁদিতে কাঁদিতে তব এবে কাল যায়।।

কোমল কমল বালা ফিরাও নয়ন।
দেখিছ না কাল রূপা রাক্ষসীর কোলে
বসে তুমি ; মায়া করি বিষণ্ণ বদন
ধুইছে তোমার, বিষময় নেত্রজলে।

এই সে রাক্ষসী, যার মায়া নেত্র নীরে
লোচন লোভন-সবে গেছে যমালয়।
হেমন্ত তোমারো কাল, শীতল শিশিরে
নাশিবে পালাও বালে, শুন না বিনয়।
হায়! বা কোথায় যাবে কে দিবে আশ্রয়
কাঁদিয়া মায়াবী কোলে হইবেক লয়।

কোথায় রহিল হায় সে শোভা সকল!!
ললিত অলির গানে ধ্বনিত ভবন;
কোথা সেই শ্বেতকায় সারসের দল;
কেথায় রহিল এবে সুমন্দ পবন;

আয়রে সকলে তোরা দেখ একবার
কাঁদিছে হরিণী পড়ে কিরাতের জালে,
সুখের সময় হায়! সেবায় যাহার
দিন গত, এবে তার কি হল কপালে।
নলিনি! এখন আর নাহিক উপায়
জলাঞ্জলি দাও প্রিয় জীবন আশায়।

অর্থ আশে আণ্ডামান।

(১)

দারুণ দারিদ্র্য দুখে দহে কলেবর,
অনাথ সহায় হীন সংসার ভিতরে ;
কিসে হয় ধনোপায় ভাবি নিরন্তর,
কিছু ত দেখি না দুখ নিবারণ করে।
অভাবের দীপ্ত শিখা করিতে নির্ব্বাণ,
অর্থ আসে যাব যথা দ্বীপ আণ্ডামান।

(২)

ধন হীন জীবনের কতই যাতনা,
সে জানে অভাবে দগ্ধ যাহার হৃদয় ;
সদাই ব্যাকুল মন, কে করে সান্ত্বনা,
সখার মধুর ভাষা মধুর না রয়।
বিলীন সুখের আশা অভাব পীড়নে,
সদাই ত্যজিতে ইচ্ছা এবৃথা জীবনে।

(৩)

প্রাচীনা জননী একে সদাই কাতর,
তাহাতে অভাব দুঃখ দিইছে বিষম ;

সোদর সোদরাগণ ক্ষীণ কলেবর
পড়িয়া নয়ন পথে দহিছে মরম ।
দুঃসহ এ বিষজ্বালা করিতে নির্ব্বাণ,
এখনি ধনের তরে যাব আণ্ডামান।

(৪)

থাক মা বেদনা সহি, চলিল তনয়,
কালগতে আসিবেক নিবাতে পাবন ;
প্রিয়তম ভাইবোন ! ধনের আশয়,
গৃহেরাখি তোমাদের চলিনু এখন ।
দুখভার কভু যদি করিতে মোচন
পারি, তবে দেখি সবে জুড়াব নয়ন।

(৫)

আয়রে তরণি ! তীরে, আর ক্ষণ তরে
রহিব না, যাব যথা দ্বীপ আণ্ডামান .
প্রাণপণে ধন তরে নিশিদিন ধরে
দাসত্ব করিব, দুখ করিতে নির্ব্বাণ।
কখন সে শুভক্ষণ আসিবে আমার,
যাব যবে আণ্ডামানে সুখের আধার ?

(৬)

আসিল তরণী কূলে, বিচিত্র গঠন ;
উল্লাসে উঠিল যুবা ভুলিয়া সকলে ;
বিদারি বারিধিবক্ষ পবন গমন
চলিল, ভাসিয়া ভীম জলধির জলে।
ভারতের ছায়ামাত্র, অনন্ত গগন,
ভীষণ তরঙ্গ যুবা করে দরশন।

(৭)

নিমিষে নূতন ভাব ;—কালান্তে যেমন,
কালমেঘ দলে দলে ভাসিল গগনে ;
বহিল ভীষণ বেগে ভীম প্রভঞ্জন ;
তিমিরে আচ্ছন্ন ধরা বিরাজে নয়নে।
স্বন্ স্বন্ সমীরণ করিছে কেবল
ভীমনাদে নিনাদিছে বারিধির জল।

(৮)

সহসা এ ভীমভাব দেখিয়ানয়নে,
উড়িল মানসে তার চিন্তার নিশান ;
দুলিল এমনি ভাবে হৃদয় গগনে,
দেখি ভয়ে যত আশা করিল প্রয়াণ।

কোথা বা সে ধনলোভ, কোথা অভিমান,
ভয়েতে বিহ্বল যুবা যায় যায় প্রাণ।

(৯)

কাঁদিল কাতর রবে, “ রে ধন ! ধরায়
এতই প্রতাপ তোর কঠোর শাসন !
তোর ছলনায় লোক এত দুখ পায় !
এতই কি বিষময় অভাব বেদন !
না দেখি জননী যারে ত্যজিবে জীবন
সাগরে ভাসালি তারে করি নির্ব্বাসন !

(১০)

কোথা মা ! রহিলে এবে ডাকি বার বার,
ধনতরে আসিয়াছি এ ভীম সাগরে ;
মোচন করিতে মাতঃ ! বিষাদের ভার,
হারাই জীবন বুঝি চির দিন তরে।
অকৃতী সন্তান মাতঃ ! ধরিয়া জঠরে,
কাঁদিয়া জীবন চির কাটাও কাতরে।

(১১)

কোথায় সোদরগণ রহিলে এখন !
সোদরা, সংসার মাঝে হয়ে অসহায় ;

তপন কিরণে তপ্ত দুস্তর, ভীষণ
মরুমাঝে রাখি তোমা এসেছি সবায় ;
জানিনা স্নেহেরলতা, তপন কিরণে,
সজীব সে মরুমাঝে রহিবে কেমনে !

(১২)

ত্রিদিব জনম ভূমি ! সহে দুখ ভার
সকলি, তোমার কোলে, অতুল জগতে ;
ফিরাও তনয়ে তব, দিওনাক আর
দুখভার, নির্ব্বাসিত করি গৃহ হতে।
ফিরিয়া তরণি তীরে চলরে আবার ;
অর্থ তরে আণ্ডামানে যাবনাক আর।

(১৩)

পাবনা দেখিতে আর সে শোভা সকল,
বিহগ, বিটপী, লতা, তটিনী, গগন,
মায়ের স্নেহের মূর্ত্তি, ফুল্ল শতদল
সোদর, সোদরা মুখ, জুড়াতে নয়ন।
হয়ত অকালে হায় ! জলধিজীবনে,
বঞ্চিত সকল সাধে হারাব জীবনে !

(১৪)

শৈশবের যত আশা রহিল কোথায় !
সুখের মন্দিরে আর উড়েনা নিশান ;
সকলি কুহকীমাত্র, লুকালো কোথায় !
আকুল ধনের তরে যায় যায় প্রাণ।
অভাব অসাধ্য কাজ কি আছে ধরায় ?
করেছে আমারে এবে উন্মাদের প্রায়।

(১৫)

ভারত সাগর নীরে শমন ভবন,
যমদূতসম জীব যাহে দলে দলে ;
বিরাজিছে আণ্ডামান, যথা পাপীগণে,
জীবন্মৃত করি রাখে করমের ফলে ;
ধন তরে সেই দ্বীপে করিতে গমন
করেছি উল্লাসে আমি তরী আরোহণ !

(১৬)

ধিক্ এজীবনে মম ধিক্ শতবার,
এতই আকুল আমি ধনের কারণ !
কিফল সে ধন লভি, আশায় যাহার
সংসারের মায়া ত্যজি হব নির্ব্বাসন।

যার তরে যাব আমি শমন ভবনে,
দহিব দুখের দাহে, কি কাজ সে ধনে ?"

'বউ কথা কও।'

" যুগল-কমল সম ললনে ! তোমার
যুগল চরণে ধরি, পাখী অভাগিনী
সাধিতেছি, সুলোচনে ! দেখ একবার
বিমল-বদন তুলি সুচারু হাসিনি !

সুচারুকেশিনি সতি ! সুললিত স্বরে
তোমার সে প্রাণনাথে ডাকি কর সুখী
মধুমাখা কথা তব শুনিবার তরে,
সাধিতে এনেছে মোরে, চারুচন্দ্রমুখি !

কাননের পাখী আমি, নিকুঞ্জে বসতি ;
প্রাণনাথ সনে সখি ! ছিলাম বিরলে ;
গোপনে কিরাত যথা পতি তব সতি !
ধরিল বঞ্চিয়া হায় ! সে সুখ সকলে।

পতিহারা পিঞ্জরেতে বসি দিবা রাতি
' বউ কথা কও ' বলে সাধিব তোমায়,

শুনিবারে কান্ত তব আছে কাণপাতি
তোষ তাঁরে সুধামাখা মধুর কথায়।

দিবানিশি পাখীরব পশিয়া শ্রবণে
জ্বালিবে প্রণয় শিখা অবলা অন্তরে,
এই ভাবি পতি তব তোমার সদনে
রেখেছে পিঞ্জরে মোরে চিরদাসী করে।

সাধ্বি সতি! ক্ষতি নাই; বিফল সাধন
জানে না ত পতি তব প্রণয় লোলুপ;
বিধাতার উপহার প্রণয়-রতন
কৌশলে লভিবে নরে, অতি অপরূপ।

তুমি বা কেমন সতী, সরল হৃদয়;
পতিপ্রেম নরকুলে জানিনা কেমন;
শ্যামল বিটপি-শাখে পল্লব আলয়
পতি তরে আমি কত করেছি যতন।

কি জানিব পাখী আমি, তোমরা মানব
জীবকুল অধিপতি সুবোধ সুজন;
শিখিলাম এইবারে অতুল বিভব
প্রণয় লভিতে কর কতই যতন।

এইবার যাব যবে বিভুর সদনে
নরস্পর্শ-পাপ-দেহ, ত্যজিয়া অবনী,
সাধিব চরণে ধরি অখিল কারণে,
বিহগে মানব যেন না করেন তিনি।

চারুশীলে পতিরতে সুচারু হাসিনি!
তোমাদের অনুরাগে থাকহ দুজনে;
কি ফল পতঙ্গে রাখি পতি সোহাগিনি!
ছাড়িদেহ, আর নাহি সাধিব চরণে।"

মুক্তপক্ষে শূন্যে পাখী উড়িল যখন
পিঞ্জর-বিমুক্ত হয়ে কামিনীর করে,
গাইল মধুরস্বরে ছাইয়া গগন
"বউ কথা কও সতি পতি সুখ তরে"

পাখীরবে পতি যবে দেখিল চাহিয়া,
দেখিল সাধের পাখী উড়িছে গগণে,
উড়ে যায়, কভু গায় আনন্দে মাতিয়া
'প্রণয় নাহিক হয় ভজন সাধনে।'

জয়দ্রথ বধ।

অকালে লুকালো প্রখর তপন।
রচিতগোধূলি ছাইল গগন।
স্তম্ভিত বিহগ বিটপি শাখায় ;
পশু নানা জাতি তুলি লেখা প্রায় ;
নিমিষে যে যার আপনার বাসে
ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে, মনের তরাসে।
আসিছে যামিনী, দিবা অবসান,
দেখি ঝিল্লি ধরে সুমধুর তান ;
শ্রান্ত পান্থজন যাচিছে আশ্রয় ;
অস্তগত রবি দেখি, ত্যজি ভয়
গিরিবাস হতে ছুটিল তম।

তনয়ের শোকে আকুল পরাণ,
বাঁচিবার সাধ নাহি তিলমান,
রবি অস্তগত, আগত সময়,
দেখি জ্বালিয়াছে চিতা ধনঞ্জয়।
জ্বলিছে পাবন প্রবল প্রভায়,—
উঠিয়া জ্বলন্ত শিখা, মিশে যায়
সুদূর গগনে, কখন পবনে,
কভু লুকাইছে প্রদীপ্ত ইন্ধনে,

করে ভীমনাদ, যেন ইরম্মদ,
কভু হাসে হেন দেখিয়া বিপদ,
কেন যে হাসিছে কে জানে কারণ,
জানেন কেবল অখিল-কারণ,
এই ইন্দ্রজাল যাঁর বিরচন ;
আর জানে এই দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলে যেই শত তপন সম।
ত্যজি রণবেশ, মুকুট, কুণ্ডল,
রথ, অশ্ব, গজ, গাণ্ডিব প্রবল,
দীপ্তচিতা পাশে ধীরে দীন মনে,
উপনীত এবে মৃগেন্দ্র গমনে
ভুবন বিজয়ী ধনঞ্জয় বীর,
দীপ্ত হুতাশনে ত্যজিতে শরীর ;
অণুমাত্র চিন্তা নাহি প্রাণ তরে ;
অভিমন্যু শোক জাগিছে অন্তরে।
বধি জয়দ্রথে, তনয় তর্পণ,
তার উষ্ণরক্তে, করিয়া মনন,
লুকাইল যবে ভীরু জয়দ্রথ,
অদৃশ্য হইল অরুণের রথ,
বিফল সকলি, প্রতিজ্ঞা সাধন

হইল না, এবে নিশ্চয় মরণ,
অটল অর্জ্জুন প্রশান্ত মূরতি,
চিতায় জীবন দিইতে আহুতি,
কমল লোচন মুরারির পায়
করি প্রণিপাত প্রণত মাথায়,
যায় ঝাঁপ দিতে ; কৌরব নিকরে
বাজে জয় ডঙ্কা সুগভীর স্বরে,
ফাল্গুণী মরিবে ভাবিয়া মনে।

লুকাইয়া থাকি দিবা অবসান
হইল ; কিরিটী ত্যজিবে পরাণ,
দেখিতে বাসনা করি জয়দ্রথ,
চিতা অভিমুখে চালাইল রথ;
আসিল নিমিষে যথা হুতাশন—
প্রবেশে উন্মুখ, বাসব-নন্দন ;
জানে সব্যসাচী সদা ধর্ম্মে মতি,
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে না হবে শকতি ;
নাহি কোন ভয়, সদাই উল্লাস,
বিদ্রুপের হাসি বদনে প্রকাশ,
নাচিছে আনন্দে কৌরব সনে।

হায় জয়দ্রথ ! পতঙ্গ যেমন
খেলিতেছ তুমি দেখি হুতাশন।
এই যে জ্বলিছে প্রবল অনল,
থাকে থাকে ভীম গরজে কেবল,
পলকে তোমায় লইবে আহুতি,
তাই লালসিত করাল মুরতি ;
কুরঙ্গ দেখিয়া শার্দ্দুল যেমন
হুহুঙ্কার রবে গর্জ্জে ঘন ঘন,
তেমতি অভাগা ! নাদে হুতাশন ;
এখনি যাওরে কর পলায়ন ;
বিস্তারি বাগুরা দেখ না মুরারি,
তুষিতে সখারে অরাতিরে মারি,
বসিয়া আছেন, তোমারি তরে।

হায় রে পাপাত্মা ! অভিমন্যু বীর
সুকোমল শিশু সুন্দর শরীর,
চক্রান্ত করিয়া বধিলে কুমারে,
বধিলিরে পাপি ! মৃগেন্দ্র-কুমারে ,
তাই ত এখন করীন্দ্রের সনে
যুঝিয়া মৃগেন্দ্র, আসিয়া ভবনে,

শুনিয়া প্রাণের পুতলি নন্দনে—
নিপতিত রণে শৃগালের সনে,
আসিয়াছে তৃপ্ত করিতে রসনা,
ত্যজরে মুহূর্ত্ত বাঁচিতে বাসনা ;
ত্যজরে মনের উল্লাস অপার,
দেখ আত্মজনে, ভাব পরাৎপর।
অন্তিম সময় অদূরে উদয় ;
কোথা দুর্য্যোধন কুরুর তনয় ?
যারে সখা বলি ভেবেছিলে মনে,
যার তুষ্টিতরে সপ্তরথি-রণে
নাশিয়াছ সেই শিশুবীরবরে
দিয়া পরিচয় সুরথি-সমরে,
ভাব এবে পাপি ! সে মিত্রবরে।

সত্য, সত্যময়, ধার্ম্মিক, সুজন,
লংঘিবেনা পণ কিরিটী কখন ;
কিন্তু ওরে মূঢ় করেছ যে পাপ,
জনকের মনে দিয়েছ যে তাপ,
কেমনে কাটিবে সে পাপের ভার ?
কোথায় রহিবে সত্যের বিচার ?

দেখ্‌রে এখন কিআছে ভালে।
নিপতিত মৃগ বিস্তারিত জালে,
উপনীত দেখি সমযোগ্য কালে,
অর্পিল গাণ্ডিব অর্জ্জুনের করে
সুসজ্জিত করি বিষতীক্ষ্ণ শরে
জগতের নাথ, করিল অন্তর
সুদর্শন প্রকাশিতে রবিকর,
আদেশিল ত্বরা চতুর সখায়
নিক্ষেপিতে শর জয়দ্রথ-কায়,
বধিতে পামরে সায়ক-জালে!

(১)

দয়াময় দিননাথ জগত লোচন
অংশুমালি! অংশুমালা কর সম্বরণ;
লীন হও অস্তাচলে, অস্তগরি-গুহাতলে,
কিফল প্রকাশি কর মুহূর্ত্তের তরে?
আবরিত কর পতি, বারুণি! অম্বরে।

(২)

দিনমণি! করজাল করিলে প্রকাশ
হারাইবে জয়দ্রথ জীবনের আশ;

দেখি দিবা অবসান, উল্লাসে প্রফুল্ল প্রাণ,
আসিয়াছে অর্জ্জুনের দেখিতে বিনাশ।
দয়া করি করজাল করোনা প্রকাশ।

(৩)

সুধীর গম্ভীর মূর্ত্তি বীর ধনঞ্জয়,
চিতানলে প্রাণ দিতে নাহি করে ভয়;
বাঁচাইতে দীনজনে জয়দ্রথে এক্ষণে,
করুণা করহ নাথ! হয়োনা নিদয়;
অনাথ জনের নাথ সবে তোমা কয়।

(৪)

ভুবন-বিজয়ী বীর বীর ধনঞ্জয়,
শ্রীহরি গোলকনাথ তাহার সহায়;
জয়দ্রথ ক্ষীণকায়, অস্তিমে-রক্ষিতে তায়,
তোমা বিনা অন্য জন নাহিক এখন;
কর নাথ! দিননাথ! করসম্বরণ।

(৫)

দয়াময় ধনঞ্জয়! ধার্ম্মিক প্রবর,
অগণিত গুণগ্রামে পূর্ণ কলেবর!

পেয়েছ কুরঙ্গে করে, ছাড়িদাও দয়াকরে,
যাক্ মূঢ় সুনিবিড় বিজন কাননে ;
বধিয়া কিফল বল ভীরু হেন জনে।

(৬)

অভিমন্যু মহাবীর প্রাণের তনয়,
বধিয়াছে সত্য পাপী কোরক-সময়,
কিন্তু কি করিবে বল, লভেছে অদৃষ্টফল,
জয়দ্রথ-প্রাণে সেত পাবেনা জীবন ;
কেন তবে বধতার করিবে সাধন ?

(৭)

সপ্তরথী ঘেরি যেই কোমল কুমারে
অবিরত শর-ক্ষেপি বধেছে সমরে,
সেই বীর পুত্র যার, একাজ কখন তার,
সাজে কি বীরেশ ? বল ; বলবা কেমনে
নাশিবে মৃগেন্দ্র হয়ে পতঙ্গ জীবনে ! !

(৮)

ধন্য ধন্য অভিমন্যু ধন্য বীরবর !
মরিতে সম্মুখরণে নহেক কাতর !

বীরধর্ম্ম বীরপণ— করিয়া বিপুল রণ
অমরভবনে বীর করেছে গমন;
তার তরে কেন বীর! বিষাদে মগন?

(৯)

ভুবনবিজয়ী ধরি গাণ্ডিব ভীষণ,
করিবে পতঙ্গ বধে শর নিয়োজন?
গেছে পুত্র, প্রাণযাক্, ধরাতলে কীর্ত্তিথাক্,
জয়দ্রথ-প্রাণে তব কিবা প্রয়োজন?
এখনি সে ভীরুভয় করহ মোচন।

(১০)

কি করিবে রবি কিম্বা বাসব নন্দন,
নাশিতে বসিয়া যারে আপনি শমন!
প্রকাশি প্রশান্তছবি শোভিল গগনে রবি,
ক্ষেপিল অর্জ্জুন বাণ তীক্ষ্ণ খরশাণ;
অচেতন জয়দ্রথ ত্যজিল পরাণ!!

এই কি মানবদেহ আমার মতন ! !

মৃদুল পবন বলে, ভাগীরথী-নীরে,
বিগলিত, কীটময়, বিকট শরীরে
কি অই ভাসিয়া যায় তরঙ্গে, তরঙ্গ প্রায়,
উঠিছে, পড়িছে, যেন আশার স্বপন ?
এইকি মানবদেহ আমার মতন ?

পড়িলে বালুকাকণা লোচনযুগলে,
হৃদয় ভাসিয়া যেত নয়নের জলে ;
কণ্টকে চরণ তলে, মক্ষিকায় গণ্ডস্থলে,
করিত পীড়িত, যারে মশক দংশনে,
সেইকি ভাসিছে অই তটিনী জীবনে ?

হয়ত মানসহর মূরতি সুন্দর
করিত পুলকে পূর্ণ কত কলেবর ;
সে মূর্ত্তি হৃদয়পটে আঁকিয়া, তটিনীতটে
এখন এদশা দেখি কাঁদে কতজন,
মরমে দহিছে শোক-কাল-হুতাশন ।

একি সেই নরদেহ ?—জীবিত দশায়
ভাবিত কল্লোলে যেই কৃতান্তের প্রায় !
এখন তরঙ্গ মালে উলটি পালটি খেলে

তটিণীর কূলে কূলে খেলনা যেমন;
তরঙ্গ হয়েছে মাত্র যাহার শয়ন!
না জানি কতই দূর যাইবে আবার!
কেমনে বিলীন হবে এই শোকভার!
হয়ত বায়সদলে লোচন খাইবে খুলে,
শৃগালে চরণ লয়ে করিবে ভোজন;
তিলমাত্র নাহিরবে করিতে স্মরণ!!

হায়! এই মানবের দেহ যদি হয়,
কলঙ্কিত যারে ধরে জাহ্নবী-হৃদয়,
কিকাজ সংসারে মায়া, সংসারে সুখের ছায়া,
কি কাজ আত্মীয়জনে মমতা প্রণয়?
মরিলে মানব দেহ এই যদি হয়!

এই যদি মানবের যতনের ধন,
দিবা রাতি যার তরে কতই যতন,
ত্যজিব এখনিতার যতই যতন ভার,
হইব কাননবাসী তপস্বী যেমন।
ত্যজিব ত্যজিব মায়া কায়ার কারণ।

আত্মীয় স্বজন-মুখ দেখিবনা আর,
ত্যজিব অজ্ঞান-সুখ-আধার সংসার;

যাইব বিজন বনে, গাইবএকান্তমনে,
বিরলে, বিটপিতলে যথায় তথায় ;
শুনিবে আরণ্যপশু বিহগ নিচয়।

"উন্মাদ মানবমাত্র সংসার ভিতর,
আশাপাশে হৃদি-বদ্ধ আছে নিরন্তর।
ভাবেনা মুহূর্ত্ততরে, কিহবে দুদিনপরে,
কোথা যাবে সুকোমল দেহ সুশোভন ;
কোথায় রহিবে তার আত্মীয় স্বজন।

ভাবেনা কাহারতরে করে প্রাণপণ ;
কারাগার অবণীতে কে তার আপন ;
নিয়মিত কাল তরে, রুদ্ধ সবে এসংসারে,
মায়ামুগ্ধ বন্দীজনে করে নিজজ্ঞান।
কালগতে নিজবাসে করয়ে প্রস্থান।

মোহমদে মত্ত সদা মানবের মন,
সদাই উৎসব-সুখ আনন্দে মগন ;
নিজকরে আত্মজনে, সঁপি চিতা-হুতাশনে,
আপনার দেহতত্ত্ব ভাবেনা কেমন ;
ভাবেনা পলকে দেহ হইবে পতন।

ভাবেনা জীবনহীন হইলে শরীর,
তিল মাত্র রহিবেনা লাবণ্য, প্রীতির।
দীপ্ত চিতা-হুতাশনে, ভূগর্ভে, বালুকা সনে,
অথবা বিলীন হবে তটিনী জীবনে।
তবু কেন যত্ন করে, বলিব কেমনে।

কেহ বা মোহান্ধ হয়ে ভাবে মনে মনে,
জ্ঞানরবি দীপ্ত তার হৃদয় গগণে।
জানিনা সে দিনকর প্রকাশে কেমন কর,
তমোমুক্ত যাহে নহে সামান্য কুটীর ;
এক (ই) রূপ তমোময় ভ্রান্ত থাকে চির।

নশ্বর-কায়ার ত্যজি অক্ষয় আত্মার
ভ্রমেও সেবন নাহি করে এক বার ;
কেবল বিলাসে-রত, ছিন্নপতাকার মত,
পড়ে থাকে, এসংসার সমর-অঙ্গনে ;
দিনগতে মিশে যায় বালুকারসনে!"

ঘড়ি।

কে বাজিল মধুস্বরে শ্রবণ-রঞ্জন ?
আবার বাজ্‌রে শুনি জুড়াক শ্রবণ।
দিবা নিশা ভেদ-নাই   কর্ম্মে রত সর্ব্বদাই ;
কে তোমারে শিখাইল চলিতে এমন ?
আবার বাজ্‌রে ঘড়ি মধুর বাদন।

অনেকেই শ্রমশীল আছেত ধরায়,
রীতিমত শ্রমে যারা জীবন কাটায় ;
কর্ম্ম করে অবিরল   কেবা হেন মহাবল ?
নিশি দিনে শ্রমী কেবা না লভে বিরাম ?
ঘড়ি কি তোমার নাই তিলেক বিশ্রাম ?

দিবা নিশি চলি ঘড়ি কত উপকার
সাধিছ মানব গণে, সংখ্যানাহি তার ;
শ্রমশীলে সাবধান,   করিছ সময় দান,
'কাল গত' জ্ঞানীগণে বলিছ সঘনে ;
সতর্ক কতই রূপে কর কত জনে !

অবণীতে হেন জন নাহিক কোথায়
যাইবার কালে কাল বলি যারে যায় ;
গমন সময় কাল   বলি যায় সদাকাল

ঘটিকারে! আজ্ঞাকারী ক্রীতদাস প্রায়।
কে গঠিল হেন রূপ করিয়া তোমায়?

আবার বাজ্‌রে ঘড়ি মধুর বাদন;
শুনিয়া সুস্বর তোর জুড়াক্‌ শ্রবণ।
তোর বিধাতার গুণ বল ঘড়ি পুনঃ পুনঃ,
কৌশল তাঁহার সত্য বিধির সমান।
আবার বাজ্‌রে ঘড়ি জুড়াক্‌ পরাণ।

ভারত বিলাপ।

বিমল শারদ নিশা, সুনীল গগন;
অগণ্য তারকারাজি করিছে শোভন;
প্রশান্ত শশাঙ্ক-তায় চিত্রিয়া আকাশকায়,
মোহিত মানব-মন করিছে কিরণে।
নিদ্রা যায় কত জন সুখের স্বপনে।

বহিছে মৃদুলগতি সুরভি অনিল,
মুছাইতে তাপিতের ঘরম-সলিল;
কখন মধুর স্বরে চিত বিমোহিত করে

বিজনে বিহগ গায় বিটপি—শাখায় ;
চকোর উড়িছে কভু বিমুক্ত পাখায়।

কে জানে কতই শোভা ধরে হিমাচল,
ধুইছে চরণ যার জাহ্নবীর জল ;
শশি-করে শ্বেতকায় অগণ্য তটিনী তায়
বহিছে দুধার দিয়া মৃদুল গমনে,
মুক্তাকারে শতধারে পড়িছে স্বস্বনে।

শিরোদেশে শ্বেতবর্ণ মানসমোহন
শোভিছে তুহিন যেন জটা অগণন ;
গগনে শিখর ধায়, শ্বেতবর্ণ সর্ব্বকায়,
উর্দ্ধবাহু ভস্মমাখা স্তিমিত নয়ন ;
তপস্যায় হিমালয় সদাই মগন।

কেন আর ফুলহার পর বনরাজি ?
কার তরে নৃত্যকর নানা সাজে সাজি ?
শশি যাও অস্তাচলে, কেনবর্ষ সুধাচ্ছলে
বিষধারা ? কেন বৃথা বহ গন্ধবহ ?
জাননা বিষণ্নচিতে সকলি দুঃসহ ?

কে অই বসিয়া, দেখ অচল উপরে,
ললনা কমলারূপা বিষণ্ণ অন্তরে ;

এলায়ে পড়েছে কেশ, নেত্রনীরে বক্ষদেশ
ভাসিয়া যাইছে বয়ে চরণ-কমল ;
উথলিয়া উঠিতেছে হৃদয়-গরল ।

অই শুন, জাগাইতে প্রকৃতি সন্তানে
গাইছে মধুরস্বরে মোহি মন প্রাণে ;
শুনি এ করুণ গাথা কার না মরমে ব্যথা
উপজে ? কাহার হৃদি এমন পাষাণ ?
অই শুন ধরে পুনঃ মুরলীর তান ।

" কেমনে সহিব বিধি সহে না যে আর
এত দুঃখ লিখেছিলে কপালে আমার !
মর্ত্ত্যভূমে পুণ্যভূমি ছিলাম ভারতভূমি
মহিষী হইয়া হায় ! কিংকরী এখন !
এই দেখি তৃপ্ত বিধি করিছ নয়ন !

হায় ! কেন দিলি মোরে সম্পদ অতুল,
সম্পদ হইল মম বিপদের মূল ;
তারি লোভে শত্রুবলে আসি হৃদে দলে দলে
পদতলে দলে মোরে নাশি সুতগণে ;
হা ! বিধি এতই কিরে ছিল তোর মনে !

কেন না হইল মম বিশাল হৃদয়
তপন কিরণে তপ্ত ভীম মরুময় ?
সে যাতনা ছিল ভাল, ঘটিত না এ জঞ্জাল ;
সুখ পরে দুখ-দাহ অতীব বিষম,
ছায়া-বাসী মানবের মরু-বাস সম।

কোথা রে! বাসব সম প্রিয় পুত্রগণ
কৌরব পাণ্ডব সবে নয়ন-নন্দন ;
চিরিয়া অন্তর, আয় দেখাই দাবাগ্নি প্রায়
দিবা নিশা জ্বলে যাহা অন্তরে আমার ;
আয় দেখ্ কি যাতনা তোদের মাতার !

জ্ঞানহীন সুতগণ অকৃতি এখন
একতা এ সুধানাম জানে না কেমন।
মোচিতে জননী-ভার, সাধ্যাতীত সবাকার
জানি এবে জননীরে সঁপি শত্রু করে
প্রমাদ শয়নে সুপ্ত চিরদিন ধরে

যে দিন যবনগণ জিনিয়া সমরে
লভিল দুর্লভ ছত্র চিরদিন তরে,
সেই দিন হতে আর বিনাশিয়া অন্ধকার

উঁদিল না সুখ রবি ভারত-কমলে,
কুক্ষণে ভারত-রবি গেল অস্তাচলে।

তদবধি একাকিনী কানন ভিতরে
অভাগা অক্বতি সুত ধরিয়া জঠরে
কাঁদি বসি দিবানিশি, গগণে নিরখি শশী,
সুখদ প্রক্বতি সতী, মলয় পবন
উথলি বিষম বহ্নি করিছে দহন।

হায়! বিধি কত কাল না জানি আবার
কোলে লয়ে সুতগণ ভারতমাতার
কাঁদিতে হইবে বসি এ ঘোর অরণ্যে পশি,
চির-নিশা-অন্ধকারে বিজনে, বিরলে,
কুক্ষণে ভারত-রবি গেছে অস্তাচলে।"

শুনিয়া ক্ষণেক স্থির হইল পবন;
মলিন হইল স্নিগ্ধ সুধাংশু কিরণ;
পাদপ প্রণত শির; ঝরিল নির্ঝরনীর;
কাঁদিল ভারত-দুখে বন্য পশুগণ;
অবাধে ঘুমায় মাত্র ভারত-নন্দন।

চিন্তাকুল যুবা।

স্নেহের পল্লবে অই কলিকা নবীন
আবৃত কোমল কায়, কলঙ্ক বিহীন,
অনিলে সুষমারাশি পত্রদলে পরকাশি
দেখায় জগতজনে লোচন লোভন ;
করে না আমারে কেন সুখ বিতরণ ?

রবি-করে প্রস্ফুটিত কুসুম অতুল
হেলিছে দুলিছে করি সৌরভে আকুল
প্রণত লতিকা কত, বিটপী, বিহগ শত .
স্বভাবের যত শোভা করিয়া ধারণ
করে না আমারে কেন সুখ বিতরণ ?

বিমল সরসিজলে ফুল্ল শতদল
রবি-কর পরশনে আনন্দে বিহ্বল ,
প্রবল পবনবলে কখন লুকায় জলে .
ভাসে পুনঃ গলে পরি মুকুতা শোভন ;
করে না আমারে কেন সুখ বিতরণ ?

দেব দেবী উপাসনা, শুভ পরিণয়,
অতুল উৎসব কত সদা সুখময়
সকলেরি মন হরে, আনন্দে উন্মাদ করে,

তাপিতেরো ক্ষণ তাপ করেত হরণ,
করে না আমারে কেন সুখ বিতরণ ?

অই যে রসাল-ডালে অসিতবরণ
তুলিছে কাকলী পিক মোহিয়া ভুবন,
সবে বলে তার সম সুধাময় নিরুপম
নাহিক জগতে কিছু শ্রবণ-রঞ্জন ;
সে কেন করে না মোরে সুখ বিতরণ ?

নিশিতে চকোর অই উঠিয়া গগণে
সাধিতেছে সুধাকরে সুধা বরিষণে ;
চিত্রিত চন্দ্রমা-করে, মানব-মানস হরে
কোমল চম্পকদাম বিমল বরণ ;
আমার মানস কেন করে না হরণ ?

বসিয়া কুসুমকুলে অলি অগণন
মধুপানে মত্ত হয়ে আনন্দে মগন,
তৃপ্ত হয়ে উড়ে যবে গুন্ গুন্ গুন্ রবে,
তুলিয়া কুসুম তার করে আরাধন ;
দেখিয়া এসব সুখী নহে কেন মন ?

বিমল সুষমারাশি দেখিলে নয়নে
অভিনব ভাব যত কেন উঠে মনে ?

দেখি যবে পল্লবিত মুকুলিত কুসুমিত
বিটপী, চরম তার কেন পড়ে মনে ?
সুখী বলে একজনো দেখিনা নয়নে ?

বুঝেছি এ বিড়ম্বনা প্রকৃতি আমায়
করেছেন দগ্ধ হতে দুখ-বেদনায় ;
তাইত নয়নপথে যত সুখ এজগতে
দুখময় ভ্রমমাত্র, দেখি বোধ হয়;
তাই মন তিলতরে কভু সুখী নয়।

কুসুম-কোরক মম অন্তর বিমল
করিয়াছে কীটে কাটি শূন্য মেরুস্থল ,
রবির কিরণ জালে, সুমন্দ পবন বলে
শূন্য-হৃদি তাই হৃদি করেনা প্রকাশ,
কেবল মনের দুখে দগ্ধ বারমাস।

বিধি বিরচিত মম মুকুর সুন্দর
কার শাপে শূন্য এবে পারদ নিকর ;
সকলি সুন্দর আছে বিরাজি তাহার কাছে ;
প্রতিবিম্ব পড়েনাক তাই পরমাদ,
পূরে না সুধুই কাচে মুকুরের সাধ।

প্রকৃতি অক্ষম মম মুকুরে যতনে
করিতে পারদ দান সাজাইতে মনে,
যে গঠেছে এমুকুরে, না যাইলে তার পুরে.
হবেনা যেমন ছিল দর্পণ আমার।
ভাঙিতে সকলে পারে গঠে সাধ্য কার।

সংসারে, কাননে, কিম্বা ভুধরশিখরে,
প্রকৃতির পট খুলি চির দিন ধরে
দেখিলে, জনমে আর পাবনা সে সুখসার,
কেবল অনিত্য সব, বলিব বদনে,
সুখ দিতে কেহ নাই এমর্ত্ত্য ভুবনে।

না জানি কতই জন তরুণ জীবনে
বঞ্চিত সকল সুখ সংসার কাননে
হয়েছে আমার মত ; নিত্যসুখে পরিপ্লুত
এসংসারে ভাবিতেছে শ্মশান যেমন,
অথবা বালুকাময় শাহারা ভীষণ।

তরুণযুবক ! যারাএপাপ পীড়ায়
হও নাই সন্তাপিত মহা বেদনায়,
দৃঢ় কর নিজ মনে, বীচিমালা সযতনে

ভেদি যাও সুগভীর জলধি-জীবনে.
পাইবে স্বকরে কত মুকুতা রতনে।

দুখময় ধরাতল বলি চিরদিন
কাটাইতে জীবকাল হয়ে সুখহীন
এসেছ কি ধরাতলে পুড়িবারে দুখানলে
এই কি ধাতার ফল মানব সৃজনে ?
থাক সুখে ভাব সবে অনন্ত জীবনে।

হবে যবে আয়ুশেষ কালের পীড়নে
ইন্দ্রিয় অক্ষম হবে শরীর চালনে,
অনন্ত শয়ন পরে শুইবে সাহস ভরে
অবনীর লীলা খেলা করি সমাপন ;
বীর হয়ে রণে কেন এত ভীত মন ?

বিহগ শাবক।

কৌশলে রচিত, বিটপি-শাখায়.
বিহগ শাবক, বসিয়া কুলায়
গাইত কখন, মুদিত নয়নে
কখন থাকিত নীরব হয়ে।

বিধি প্রতিকূল ; খগ অগণন
দূর নভোদেশে করে বিচরণ
দেখিয়া শাবক পলক ভিতরে
উড়িল আকাশে ত্যজিয়া ভয়ে।

নব পাখা তার মুহূর্ত্ত অন্তরে,
উড়িয়া অসীম সুনীল অম্বরে,
ক্লান্ত হল, খগ পড়িল ধরায় ;
নাশিতে আসিল ভুজগ তায় ;

ভয়েতে পতঙ্গ তখনি আবার
উঠি নভোদেশে পড়ি বার বার
অবশেষে এক শ্যেনের নখরে
অকালে জীবন হারাল হায় !

হায় ! এইরূপ সংসার ভিতরে
খগ আছে কত মানব নিকরে ;
এই পাখী মত সাধের জীবন
হারায় তাহারা অকালে কত।

নিমিলিত আঁখি স্নেহের কুলায়
বসি থাকে তারা সুখে খায় দায়,

নাচে, গায় কত আধ আধ রবে
কখন বসিয়া পুতলি মত ।

ক্রমে কাল যায়, ফুটে আঁখিদ্বয়,
দেখে চারিদিকে কত কাণ্ড হয়,
কতই রূপেতে কত শত জন
উড়িছে সংসার-গগণতলে ।

কেহবা ভাসিছে পবন-হিল্লোলে,
কেহ মিশে গেছে জলদের কোলে ;
কার মধুরব মোহে তনু মন,
কত সুখী তারা করম-ফলে ।

তিলেক না ভাবি অমনি তখন
মিলি পাখা যুগ, পুলকিত মন
উঠে ধীরে ধীরে যায় কত দূর
মিশিতে সুদূর মেঘের গায় ।

পারে না ত যেতে পারিবে কেমনে,
পড়ে যায় শেষে বিপদ-কাননে ;
কত বিভীষিকা প্রসারি আনন
গ্রাসিবারে তারে ত্বরিতে ধায় ।

কোথা যাবে আর না পায় খুঁজিয়া
জাগিছে অরাতি কানন যুড়িয়া ;
সকলি প্রসারি ভীষণ দশন
প্রাণী বধ তরে বসিয়া যেন।

ভয়েতে বিহ্বল গগণের পানে
উঠে বার বার আকুল পরাণে ;
আবার তখনি শ্রান্ত পাখাযুগ
আনি রাখে তারে যথায় বন।

কতক্ষণ রবে, কোথা লুকাইবে ?
সে শার্দ্দূল সনে কেমনে যুঝিবে ?
শ্বাপদ তখনি প্রসারি আনন
কবলিত করে পলকে তায়।

হায় ! এইরূপ মানবের লয়,
অক্ষমে উড়িলে এ সংসারে হয় ;
তবু ত বুঝে না অবোধ মানব
আপন ইচ্ছায় আপনি ধায়।

ঊষায় চাতক।

শারদ-যামিনী, সুনীল গগণ,
শোভে সুখতারা বিমল বরণ ;
পবন বহিছে, পল্লব নড়িছে,
বিটপী বিলাপি বলিছে পবনে
আত্মদুখ যত, পাইয়া বিজনে।

নিশি শেষযামে ঘুমে অচেতন
বিহগ, মানব, জীব অগণন ;
মৃদুল সুস্বরে, শাখার উপরে
একটী চাতক বসিয়া বিরলে
গায় নিমিলিত নয়ন-যুগলে।

মধুর চাতক মধুর সময়
গায় মিলাইয়া তাল মান লয়,
ভাঙিল স্বপন, করিনু শ্রবণ
মধুর-বিহগ কাকলী-লহরী ;
কদম্বে যেনবা বাজিল বাঁশরি।

“ অখিল কারণ করুণহৃদয়
কৃপা কর নাথ ! অরুণ উদয়
হইছে গগনে লোহিত বরণে,

কুলায় ত্যজিয়া এখনি আমার
ছুটিতে হইবে খুঁজিতে আহার।
চিরদিন পিতঃ! উদরকারণে
ভ্রমি বনে বনে, ভূধরে বিজনে,
কাটায়েছি কাল, গত জীব-কাল;
আসিয়া জীবন কাল-সিন্ধু-কূলে
উড়িছে, পড়িবে বারিধি-বিপুলে।

প্রকৃতি-পিঞ্জর, তব বিরচন
বাহিরিল দেহ বিদারি যখন,
আছিল জীবন, নাছিল চেতন;
কি ছিলাম কিছু জানিনাক তার
সে দিন ত পিতঃ! হবেনাক আর!
ফুটিল নয়ন, করি দরশন
অভিনব কত বিচিত্র-বরণ;
দেখামাত্র সার, কে কেমন তার
ভেদাভেদ কিছু ছিলনাক মনে;
বিগত সে দিন পরমায়ুসনে।

দিন যায় আসে মুদিত নয়নে
খাই যাহা পাই যখন আননে;

ক্রমে বাড়ে কায়, ভালবাসি তায়.
দিইত যেজন সদাই আহার।
কি কৌশল পিতঃ! তাহাতে তোমার!

নব-পাখাঙ্কুর বাড়ে দিনে দিনে.
ডাকি চঞ্চু-যুগে কত কি বিপিনে;
ডাকিতাম কারে আধ আধ স্বরে.
ঢালিতে বুঝিবা আনন্দ অপার;
সেদিন ত পিতঃ! হবেনাক আর!

আবরিত কায় নবীন পাখায়,
হল কণ্ঠরব পাখীদের প্রায়;
কুলাত্যজি দূরে মার সঙ্গে ফিরে
খাই, গাই সুখে জননীর কাছে;
এবে সেই সব হৃদে আঁকা আছে।

হইলে শকতি আহার গ্রহণে,
উড়িতে মৃদুল পবনে গগনে,
কিরূপে কোথায় জানিনাক হায়!
আশ্রয় আমার হয়ে গেল লয়,
জীব-ভার মোরে সঁপি সমুদয়!

মুখাম্বর যেন খুলিল জীবন,
কত কি দেখিনু নয়নে তখন.
শৈশবে যে সবে সুখ অনুভবে
ছিলাম লোলুপ, সকলি এখন
দেখিলাম বেশ ধরেছে ভীষণ।

নিপতিত আমি নিবিড় কাননে
শ্বাপদ-সঙ্কুল রুদ্ধ ফণীগণে ;
ছিল পাখা মম, উড়িতে অক্ষম,
বসিলাম এক বিটপি-শাখায় ;
অন্তরের দুখে ক্রমে কাল যায়।

কাঁদিতাম বসে দিবস যামিনী,
ভাবি অবনীরে হেন মায়াবিনী,
কেন জীবগণ মুদিত নয়ন
আপনারা ফণী পরিতেছে গলে ?
দিনে দিনে সব গেছে এবে চলে।

প্রকৃতি-নিয়মে দুদিনে আবার
অভাব হইল সেই ভাবনার ;
যেন কালঘনে ঢাকিল তপনে,

আচ্ছন্ন আমার হৃদয় গগন
করিল পলকে মায়া-কালঘন।

হল প্রণয়িণী প্রণয়রূপিণী,
নিত্য নব ভাবে চিত্ত বিনোদিনী,
এ সংসারে বাস দুখের আবাস
কভু তিল তরে পড়ে নাই মনে ;
নিদ্রিত ছিলাম সে এক স্বপনে।

পুনরায় নব নবসুখাধার
করিল বিস্তার সুপট সংসার ;
হইল শাবক কুসুম-কোরক,
চিত্রিল হৃদয় আশার বরণে ;
সেই দিন পিতঃ! লীন কাল সনে।

শত ফুল গাছে শোভিত কানন
কাল ঝড়ে হল শাহারা যেমন ;
কাঁদিয়াছি কত, কাঁদি অবিরত,
কোথা গেল তারা আসিবেনা আর ,
এইত ফলিল সুফল মায়ার !

ফুরাইল প্রায় মম অভিনয় ;
ফুরাইছে ক্রমে মমতা প্রণয় ;

নয়ন-মুকুরে দেখিতেছি দূরে
কাল কাল-বীচি উঠিছে ভীষণ,
সিন্ধু লক্ষ্য করি ধাইছে জীবন।

এখন কেবল ভাবি মনে মনে
হারায়েছি হায়! সে সুখ-স্বপনে,—
সেই বাল্যকাল, তরুণ তরল,
বালকের হাসি মনো মুগ্ধকর,
একে একে সব হয়েছে অন্তর।

এই উষা পুনঃ করিলে গমন
কাঁদিব ইহারে করিয়া স্মরণ,
নূতন তপন প্রভাতে যখন
উজলিবে আসি উদয়অচলে,
কাঁদিব তখনি, দিন গত, বলে।

দিন গত হলে কাঁদি গত বলে,
বর্ত্তমান থাকে বিস্মৃতির তলে,
মৃত পড়ে থাকে সাজি থাকে থাকে;
ভবিষ্যত দেখি ভীষণ কেবল;
এরূপে জীবন যায় রসাতল।

তৃষিত চাতক বারি পান তরে
ভ্রমিয়াছি কত দেশ দেশান্তরে,
নদী, সরোবর, বিপুল সাগর,
দেখিয়াছি সত্য, কি ফল দর্শনে ?
রসনা লোলুপ ঘন-কণা পানে।

কি করিব পিতঃ! নাহিক কপালে,
দেখিনাত ঘন গগনের ভালে,
নাহিক বাসনা তৃষিত রসনা
তৃপ্ত করি দিয়া কলুষিত জল;
প্রস্তুত হয়েছি ত্যজিতে ভূতল।

গাছে গাছে গেয়ে কাটায়েছি কাল,
বিভু! দুখরাশি জীবন-জঞ্জাল,
উষাভাগে গাই, দিনে ভুলে যাই,
কি করিব নাথ! মোহিত মায়ায়।
মায়ার ছলনে ঘটে এত দায়!

গগনে উড়িতে করেছ বিহগ,
উড়েছে আকাশে পিতঃ! তব খগ;
কালত আসিছে, দেহত ভাসিছে,
হয়ত হারাবে এখনি জীবন;
কৃপা কর নাথ! অখিল-কারণ।

গাইল বিহগ, ভাঙিল স্বপন,
দেখিনু শাখায় ফিরায়ে নয়ন ;
উড়িল চাতক, জ্বলন্ত পাবক
নব দিননাথে সাধিতে চলিল ;
পলক ভিতরে কে কোথা রহিল !

কৃষ্ণকলী।

সুলোহিত মনোমত কৃষ্ণকলি !
শৈশবে তোমারে প্রফুল্লমনে
পালিয়াছি দিয়া, যতন সকলি
সিঞ্চিয়া সলিল, কুসুমবনে।

ফলেছে আশার যতই সুফল ;—
কোমল কলিকা, কুসুম কত,
ডালে ডালে নব পাতা অবিরল
হেলিছে দুলিছে মনের মত।

লালসা বাসনা করিতে পূরণ
ধীরে ধীরে গিয়া তোমার তলে,

প্রসারিণু কর করিতে চয়ন
লোহিত কুসুম পত্রিকাদলে।

কে যেন রোধিল করেতে আমার,
হইল না আর কুসুম তোলা,
মমতা কৌশল করিল বিস্তার,
বিফল লালসা তোমার খেলা।

কণ্টকলি তোরে শৈশবে যতনে
পালিয়াছি বলে মমতা এত,
না জানি কোমল কুসুম চয়নে,
তোমার অন্তরে বাজিত কত।

স্বকরে [illegible] না হলে প্রসূন
এত কি [illegible] হইতে ভাল?
পরের [illegible] থাকিলে সুগুণ
একুসুম [illegible] হইতে কাল।

তখন চয়ন করি রাশি রাশি
কলিকা, কুসুম, হরিত পাতা,
করিতাম যাহা মনে ভাল বাসি,
ফেলিতে, দলিতে নাহি মমতা।

মানব-প্রকৃতি রচিত কেমন
অতুল কৌশলে বিধির করে,
মমতার পাশে সকলি বন্ধন,
পশুপতি বশ পতঙ্গ করে !

মমতার বশ সুখের আকর;
সুখী যার গলে মমতাহার,
কিন্তু কষ্টকলি ! একি ব্যবহার
অপরে না পায় অংশ করুণার !

আপনার হলে কতই যতন ;
পরের নাশিতে কাতর নই ;
পরের মমতা আমার মতন
এভাব ভাবিতে অবোধ হই !

দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

অস্তগিরিতলে লীন দিনকর।
তিমিরে ছাইল অবনী, অম্বর ;
ত্রিলোকঅতীত অতুল আসন
উজলি শশাঙ্ক প্রশান্ত বরণ

নিস্তব্ধ পাণ্ডব শিবিরে কেবল
বিতরে শীতল কর সুবিমল
একটী তারকা নাহিক পাশে।

পাণ্ডুপুত্রতপে তুষ্ট ত্রিলোচন
অসিকরে বসি মুরতি ভীষণ ;
ত্রিনয়নে জ্বলে ভীম হুতাশন ;
কালফণীমালা গরজে সঘন ;
দৌবারিক হয়ে সুধাংশুশেখর
ভকতশিবির রক্ষে নিরন্তর ।
কার সাধ্য হেন শিবিরে আসে ?

বীরবীর্য্যবলে অভয় অন্তর,
বিপুল বিক্রমী, ভীম কলেবর,
ধৃষ্টদ্যুম্নশির করি খান খান
পিতৃ-শোক-শিখা করিতে নির্ব্বাণ,
করিতে সখার হৃদয়ের শূল
নাশিয়া পাণ্ডবে, সমূলে উন্মূল,
নাশিতে মনের যত মনস্তাপ
রোষে অশ্বত্থামা লয়ে শরচাপ,
কালজলধরে অশনি যেমন

ধায় ভেদি নিশি-তম-আবরণ ;
গতি রোধে তার হেন সাধ্য কার ?
কে বাঁধে অম্বরে জ্বলন্ত অঙ্গার ?
প্রমত্ত বারণে, আছে কোন্ জন
সাহসী, নিগড়ে করিতে বন্ধন ?
উপনীত হল শিবিরদ্বারে।

দেখিল দুয়ারে ভীষণদর্শন
বসি বিরূপাক্ষ দীপ্ত ত্রিলোচন.
দেখিল কালান্ত-করাল-মূরতি
অসিকরে যেন যম মহামতি।
হইল বিস্মিত দ্রোণের কুমার,
স্তম্ভিত শরীর চলেনাক আর।
যথা কালফণী বিস্তারিত ফণা
ছুটি দংশি কারে পূরাতে কামনা
দেখে যবে লক্ষ্য বিনতা-নন্দন
লয়ে বসে পক্ষে করি আবরণ,
অবনত শীর করে কাকোদর।
করিয়াছে দ্রৌণী পণ দৃঢ়তর,
এখন কেবল ভাবে মনে মনে

কিসে বা সাধিবে সেই ঘোর পণে
অভীষ্ট সাধিতে স্মরিবে কারে

জানে আশুতোষ করাল শঙ্কর,
তপে তুষ্ট হয়ে দিবে ইষ্টবর ;
বিল্বদল করে বসিয়া ধরায়
রক্ষ উমানাথঘন ঘন গায়।
দেখিয়া উমেশ ফিরায়ে নয়ন
দেখিয়া ভকত করেউপাসন
গলিল স্নেহেতে ভীম উগ্রবেশ
পূজা পেয়ে তুষ্ট হইল মহেশ
নিবিল প্রদীপ্ত খর ত্রিলোচন
নিবারিত হল ফণী গরজন
লভে অশ্বথামা মনোমত বর
খরশান অসি দিইয়া শঙ্কর
দাঁড়াইল গিয়া শিবির পাশে।

পশিল পলকে শিবির ভিতরে
কাল অশ্বথামা সুকৌশল করে
দেখে চারিদিকে কোথা মূঢ়মতি
শয্যাতলে গুপ্ত দ্রুপদ-সন্ততি

কোথা পাণ্ডুসুত ভাই পঞ্চজন
সুখে শয্যাতলে করেছে শয়ন,
কেমনে কাটিবে দিবে উপহার
ঘুচাইতে দুখঃ সকলি সখার,
তৃষিত রসনা শোণিতআশে।

উঠরে পাণ্ডবগণ! সুখের স্বপন—
কালনিদ্রা পরিহরি উঠ বীরগণ!
গৃহে পশি অজগর, সুপ্রসুত প্রিয়বর
বিষম দশনে দেখ দংশিছে কেবল;
কাতর বিষের দাহে সুত সুকোমল।

ভেবেছিলে মহেশ্বর প্রসন্ন পাণ্ডবে,
অসাধ্য পাণ্ডবানিষ্ট দেবতা দানবে;
দেখ এবে ব্যোমকেশ কি কাজ করিল শেষ;
তপে তুষ্ট ভোলানাথ, ভুলেছিল হায়!
অশ্বত্থামা ভ্রান্ত তাঁরে করেছে মায়ায়।

উঠ ভীম গদালয়ে, গাণ্ডীব ফাল্গুনি!
করেছে বিষম কাজ ভোলা শূলপাণী;
অশ্বত্থামা পাপমতি নাশিতেছে সুসন্ততি,

এখনি বিনাশ তারে উঠি বীরগণ !
উঠ ত্বরা শিবা নাশে কেশরী-নন্দন।

মূঢ়মতি অশ্বত্থামা অরে অভাজন !
ক্ষত্রকুলে কালি পাপি দিস্‌না কখন।
কৃষ্ণসুত পঞ্চজন এ নহে রে, সূতগণ,
বিনাশিলে ইহাদের ঘটিবে তুমুল,
নির্ম্মূল হইবে ওরে সুধাকরকুল।

সখাতুষ্টি তরে দ্রৌণি করিছ পাতক
বিফল হইবে আশা বিনাশি বালক ;
হবে না সন্তোষ তার, উথলিবে শোকভার,
অন্তিমে অনেক তাপ পাইবে রাজন,
হরিষে বিষণ্ণ হয়ে ত্যজিবে জীবন।

পাপ দ্রৌণী তৃপ্ত করিল লালসা,
ছেদিল কৃপাণে পাণ্ডবভরসা
পঞ্চপুত্রগণে, দ্রুপদনন্দনে,
চলিল লইয়া আনন্দিত মনে
দিতে উপহার পাণ্ডুসুতশিরঃ,
প্রাণের সখায় করিতে সুস্থির ;
উপনীত হল সখাসদনে ;

আশায় আকুল পাপ-দুর্য্যোধন,
মৃতপ্রায় তবু পাণ্ডবনিধন
ভাবিতেছে মনে ; অশ্বত্থামা বীর
উপহার দিল, আনন্দে অধীর ;
পরম সন্তোষ পাণ্ডবের শিরে,
তিতে বক্ষঃদেশ হর্ষঅশ্রুনীরে ;
ভাবে দুর্য্যোধন সার্থক সমর,
এতদিনে ক্ষয় পাণ্ডব পামর ;
এতদিনে মম হৃদয়ের শূল
প্রিয় অশ্বত্থামা করিল নির্ম্মূল ;
ধন্য বীর দ্রৌণি বলে বদনে।

কিন্তু হায়! দেখি চিনিল যখন
অশ্বত্থামা করে নিহত জীবন
বংশধরগণ সরোজকোরক
পঞ্চভ্র তাসুত কোমল ব ।লক,
কালহুতাশন জ্বলিল অন্তরে,
হর্ষহারা মগ্ন বিষাদসাগরে ;
করি তিরস্কার দ্রোণের নন্দনে
জানি বংশ ক্ষয় হল এত দিনে
মুদিল নয়ন চিরস্বপনে।

কুরুকুল-ধূমকেতু রাজা দুর্য্যোধন
বিপুল বিক্রমশালী স্বার্থপরায়ণ,
বৃকোদর-গদাঘাতে, শেষে শোকপরমাদে
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মুদিল নয়ন,
তমবাসে কুরুকুল ঢাকিল আনন।

ধীরমতি বীরবর ভাই পঞ্চজন
যার তরে কত কষ্ট করেছে বহন,
মুরারি অরাতি হয়ে সখার কুশলাশয়ে
করেছিল যেই জাল বিস্তীর্ণ কাননে,
পড়িল কৌরব আজি সে জাল-বন্ধনে।

নাট্যশালা কুরুক্ষেত্র সমরঅঙ্গন
অভিনয় করিলেক যাহে কতজন,
দুর্য্যোধন হলে লয়, সাঙ্গ হল অভিনয়,
পড়ে গেল যবনিকা বিচিত্র নির্ম্মাণ;
যে যাহার নিজ বাসে করিল প্রয়াণ।

ভারত পুনঃ কি সজীব হবে ?

বহুদিন গত যেই ত্যজিয়া পরাণ
বিশাল বারিধি-তলে করেছে প্রয়াণ ;
পিশাচ-যবনকরে ছিন্ন ভিন্ন কলেবরে
শ্মশানে শবের মত সদা অচেতন ;
পবন-প্রবাহ বলে, আতপ, বরিষাজলে
একে একে পরমাণু করিছে গমন ;
সে ভারত পুনরায় পাবে কি জীবন ?

ভীষণ শ্মশান ত্যজি গজেন্দ্রগমনে
পশিবে কি দীন-মাতা আপন ভবনে ?
মায়ের মা সহচরী সুরলোক পরিহরি
উল্লাসে ভারত-বাসে আসিবে আবার ?
পবনে ভবনপাশে মোহিতে মানস বাসে
ফুটিবে কি ফুলকুল বিচিত্র বরণ ?
আর কি সে শোভা কভু দেখিবে নয়ন ?

পুনঃ কি বাল্মীকি আসি ভারতভুবন
উজলিবে মহামুনি প্রশান্তবরণ ?
সুধাময় রামায়ণে মোহিবে জগতজনে

ভাসিবে ভারত কাব্য-সুধাময় রসে ?
সূর্য্যবংশ-শিরোমণি বলবীর্য্যগুণখনি
নায়ক রাঘব পুনঃ হইবে উদয় ?
বাল্মীকিরে বর বাণী দিবে পুনরায় ?

হায় ! পুনঃ ভাগ্যবলে ভারতভিতরে
উদিবে কি শুভদিন তামসঅন্তরে ?
বিজন গহন বনে তরুতলে একমনে
সংসারবিষয়ভোগ দিয়া জলাঞ্জলি,
পুন্যাত্মা তাপসগণ করি বেদ উচ্চারণ
অনন্ত অক্ষয় সুখ লভিবে সকলি ?
উঠিবে কি রবি আর গগন উজলি ?

পুনঃ কি নৈমিষবন বিশালকানন
পরিপূর্ণ শ্রোতাগণে, আনন্দে মগন,
হইবেক শুভক্ষণে ; বসিবে সৌতিকসনে.
অমরবেষ্টিত পুরী অমরা যেমন,
তাপসনিকর সুখে শুনিতে মহর্ষিমুখে
অনুপম ভারতের গাথা নিঃসরণ ;
কে জানে সে দিন আর হবে কি কখন।

চন্দ্রাতপ নীল নভ খচিত হীরকে
শোভিবে কি নৈমিষের প্রান্তরফলকে ?
ঝরিবে ললিত স্বরে সৌতিক-রকতাধরে
ভারত, হিমাদ্রি ত্যজি জাহ্নবী যেমন ?
পুনঃ কি ফাল্গুণী বীর, পুণ্য আত্মা যুধিষ্ঠির,
রূপসী দ্রৌপদী সতী লভিবে জীবন ?
করিবেক ভীম পুনঃ কুরুক্ষেত্রে রণ ?

পুনঃ কি অযোধ্যাধামে রাম রঘুবর
জনমিবে শুভক্ষণে গুণের সাগর ?
পালিতে জনকাদেশ ছাড়িয়া যাইবে দেশ
পিতার প্রতিজ্ঞা তরে ত্যজি রাজ্যভার ?
বিমাতা বিষম ফণী পূজিবেক গুণমণি,
যাইবে রাজত্ব ছাড়ি দূর দেশান্তর,
কে বলিবে, জন্মিবে কি রাম রঘুবর ?

রাঘবরাজত্ব আর হবে কি কখন ?
অমরাবতীর সুখ পাবে প্রজাগণ ?
প্রজার তুষ্টির তরে প্রাণসমা প্রেয়সীরে
অনায়াসে কেহ দিবে অরণ্যে বিদায় ?
আরকি প্রজায় ভূপ ভাবিবে সন্তানরূপ,

আত্ম সুখ বিসর্জ্জিবে তুষিতে প্রজায়?
রামসম রাজা আর হবে অযোধ্যায়?

বৈদেহী সমান সাধ্বী সতী রূপবতী
কণকলতার সমা দ্বিতীয়া ভারতী
জনমিবে শুভক্ষণে, পরিণয়ে পতি সনে,
মরতে স্বরগসুখ লভিবে কি আর?
অরণ্যে পতির সনে রহিবে প্রফুল্লমনে
নৃপসুতা, প্রাণনাথে দেখি অনিবার
বনবাসে ভুলিবেক বিষাদ অপার?

পতির আদেশে পুনঃ চম্পকবরণী
ত্যজি যাবে রাজভোগ বৈদেহনন্দিনী?
রহিবে বিজন বনে পূজিবে পতিরে মনে,
পতির বিচ্ছেদ দুখ দহিবে পরাণ,
পতি-সহবাস আশে আসিয়া পতির পাশে
দারুণ পতির বাক্যে ত্যজিবে জীবন?
জন্মিবে কি সীতা সম সতী কোন জন?

লক্ষ্মণ সমান ধীর সুধী বীরবর
জন্মিবে কি পুনরায় ভারতভিতর?

ভ্রাতার প্রণয়পাশে বদ্ধ থাকি অনায়াসে
পরিল বল্কলবাস ত্যজি ধনজন !
বৈদেহীউদ্ধারকালে রাবণের শরজালে
সহিল কতই তাপ কে করে গণন !
ভ্রাতৃভক্ত তার সম হবে কোন জন ?

সহোদর সহ যেন দেব অবতার
ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির জন্মিবে কি আর ?
রাজপদ সিংহাসনে, বিপদে, বিষাদে, মনে
অচলা ধর্ম্মেতে মতি থাকিবে সমান ;
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সদা ধর্ম্ম-সুখপ্রিয়
জন্মিবে ভারতে পুনঃ ধার্ম্মিকপ্রধান ?
দুখ-নিশা ভারতের হবে অবসান ?

কেন যে ভারতে পুনঃ উদে না সে দিন
অবিদিত নহে তাহা সুবিজ্ঞ প্রবীণ ;
সেই উচ্চ হিমালয় নাশিছে বিপক্ষভয়,
সেই ত জাহ্নবী-বারি বহিছে ভারতে ;
সেই বিন্ধ্য ঘাটগিরি, সেই সিন্ধু সে কাবেরি,
সেই ত জলধি আছে ঘেরি সেই মতে ;
তবে কেন হা হা ধ্বনি উঠিছে ভারতে ?

কিরিটী, সুমিত্রা-সুত আদি বীরগণ,
রঘুবীর-যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক সুজন
তারাত মনুর সুত, অশেষ সুগুণযুত,
কি কারণে হয়েছিল বলবীর্য্যবান?
কেনই ধর্ম্মেতে মতি থাকিত বিপদে অতি,
কেনই সাহস সদা বহিত সমান?
এখনই বা কেন হেন ভয়ে ভীত প্রাণ?

মৃদুল পবনে দোলে এদের পরাণ,
নাহি আছে অণুমাত্র আত্মহিতজ্ঞান;
আপন করমফলে পড়িয়া বিপদানলে,
অবিরত বিধাতারে নিন্দয়ে কেবল;
বলে, বিধি আমাদের কি করিলে ভারতের
রাখিলে দুখের ফাঁসে বাঁধি চিরকাল.
কভু কি বিমুক্ত নাহি হব দুঃখজাল?

বুঝে না জীবের পিতা পরম ঈশ্বর
পক্ষপাত শূন্য হৃদি দয়ার সাগর;
গুণদোষধনাধার অযুত ভাণ্ডার তাঁর
রয়েছে জীবের তরে মুক্ত অনিবার;
যে যার আপনকরে ধন উপার্জ্জন করে,

সংসারে প্রবেশি পায় প্রতিফল তার,
দোষ গুণ যে যা লয় থাকয়ে তাহার।

অবোধ ভারতবাসী পড়িয়া কুহকে
সৌন্দর্য্যের বশীভূত হইছে কোরকে ;
বিলাসবিভব সুখে সঞ্চয়ে প্রফুল্ল মুখে,
পায় শেষে আপনার করমের ফল ;
প্রথম সৌন্দয্যআশা, আপাত সুখলালসা
ত্যজিয়া, করয়ে যদি শুদ্ধ নিরমল
জ্ঞান ধন উপার্জ্জন, পায় তার ফল।

তা হলে আবার এই জীর্ণ কলেবর
অভিনব বলবীর্য্যে শোভিবে সত্বর ;
আবার হিমাদ্রিচূড়ে শোভিবে পতাকা উড়ে,
বহিবেজাহ্নবী বারি সমতেজ ভরে,
ভারত-সৌরভঘন সঞ্চরিবে ত্রিভুবন,
ভারতসন্তান হবে আছিল যেমন ;
প্রাণহীনা এ ভারত পাইবে চেতন।

মামুদের মহানিদ্রা।

শোক, তাপ, দৈন্যদুখে শীর্ণকলেবর,
অক্ষম, আয়ত্ত নয় ইন্দ্রিয়নিকর,
সুখময়ী শান্তি আশে, বিজন তামস বাসে.
যে শয়নে সেই জীব করয়ে শয়ন,
কেন তাহে শুয়ে তুমি গজনীরাজন?

বিক্রমিঅরাতি সনে সমর-অঙ্গনে
যুঝিয়া, পাঠায়ে তারে শমনসদনে,
মদগর্ব্বে মত্তমন, ভুলি পূর্ব্ব সে শয়ন
দীনজনশয্যাতলে করেছ শয়ন?
এ নহে ত তব শয্যা গজনীরাজন!

উঠ বীর! এ শয়ন কর পরিহার;
দীনশয্যাতলে কেন রাজার কুমার?
আজ্ঞাকর অনুচরে সাজাইতে থরে থরে
শান্তিময়ী শয্যা তব বিচিত্রবরণ;
সুখে শূর! উঠি তাহে করহ শয়ন।

অথবা শয়ন কেন? তুমি বীরবর;
অলসেরা নিদ্রা যাক্, উঠহ সত্বর;
অই শুন রণাঙ্গণে মোহিয়া বীরের মনে

দেখ্‌রে পামর মতি যত তোর সেনাপতি,
সৈন্যগণ সবে তোমা অক্ষম রক্ষণে,
নাশিবেক এক দূতে আজি তোরে রণে !

ভুলে ছিলে অরে মূঢ় যবন-ভুপাল !
কবলিত করে সবে শমন করাল ;
তাই হরষিত মনে পরাজিত রণাঙ্গনে
কত শত মানবের বধেছ জীবন
এদশা হইবে শেষে ভূলিয়া যবন ! !

হায়রে যবনরাজ ! বৃথা কেন আর
মণিমুক্তা ধনস্তুপ ভূধর আকার
সাজাইছ স্তরে স্তরে নয়নের তৃপ্তি তরে ?
আর কি আনন্দ তারা দিইবে তোমায় ?
কাঁদিতে হইবে এবে দেখিয়া সবায় !

সেই ত সকলি আছে সুন্দরবরণ
নীল, পীত, সুলোহিত নয়নরঞ্জন ;
তবে কেন নৃপবর ! নহে তব মনোহর ?
বিষম শোকের শিখা জ্বালিছে অন্তরে ;
প্রীতিপ্রদ রত্নমালা মাধুরী না ধরে ?

রথ রথী সৈন্যগণ আত্মীয় স্বজন
বিলাসের বস্তু কত মানসমোহন
করেনাক সুখদান, শোকেতে পোড়ায় প্রাণ,
কেন আর সুখ দৃশ্য তোষেনা-নয়নে ?
কে নিল হরিয়া তব সে যুগ্ম লোচনে ?

দেখ নৃপ ! কৃতান্তের শাসন কেমন !
কত দুখ দেয় শেষে করাল শমন !
তুমিত নরের প্রাণ করিতে বালুকা জ্ঞান,
দলিতে মানবগণে যুগল চরণে ;
তখন এ দিন নৃপ ! পড়ে নাই মনে ?

ভাব দেখি নরপতি ! জীবন যখন
এত প্রিয়তম তব যতনের ধন,
বধেছ অগণ্য নরে পাপ ইচ্ছা তৃপ্তি তরে,
কতই যন্ত্রণা তারা পেয়েছে, যখন
করেছিল তব অসি-ফণিনী দংশন !

পড়ে নাই মনে, যবে সোমনাথ-বণে
সেধেছিল উপাসক ধরিয়া চরণে
রক্ষিতে বিগ্রহকায়, এ কাল তখন হায় !

তাই দিয়েছিলে দুখ তুষিতে মানস ;
কোথায় রহিল এবে সে দম্ভ সাহস !

জানিতে না নরমণি ! সংসার-সাগরে
উচ্ছ্বসিত জীব তব ক্ষণকাল তরে,
বহে বীচি ভীম বেশে, কাল গতে কিন্তু শেষে
নদী গর্ব্বে পড়ে যায় আছিল যেমন,
মিশে গিয়া সিন্ধু নীরে ভীমদরশন।

অথবা কি দোষ তব ; প্রকৃতিনিয়ম,
সাধে বা কজন বল করে অতিক্রম !
উঠি বারি বাষ্পাকারে, গর্ব্বিত আপন ভারে,
গর্জ্জে ঘন ভীমনাদে অনন্ত গগনে ,
পলকে মিশ্রিত কিন্তু বালুকার সনে !

ললাটের লিপী নৃপ ! করেছ শয়ন
উঠিতে অক্ষম আর, স্থির কর মন।
অবিরত করি রণ ক্লান্ত দেহ, অঙ্গগণ,
প্রকৃতি দিয়াছে শয্যা লভিতে বিরাম,
নিদ্রা বশে ভুলে যাও এই ধরাধাম।

মুদিল মামুদ আঁখি, অন্তিম স্বপন
আচ্ছাদিল নিজ জালে দেহ সুগঠন।

.নর সুখ রবি ঢাকিল প্রশান্ত ছবি,
লীন হ'ল শমনের ভূধর-গুহায় ;
ছাইল ভারতনভ দীপ্ত তারকায়।